আমার দেশ

ঢাকা, শনিবার ● ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

২৭ মাঘ ১৪১৪ ● ১ সফর ১৪২৯

বেকার সমস্যা, মুদ্রানীতি ও বাণিজ্য ঘাটতি

ড. এম. আজিজুর রহমান

বিগত বছরগুলোর তুলনায় প্রকট অর্থনৈতিক মন্দায় পুরো দেশ স্থবির হয়ে পড়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ কম ও প্রবৃদ্ধি নিম্নগামী। দক্ষ, অদক্ষ, মধ্যম মানের দক্ষ, মানবসম্পদ ও ভৌত সুবিধাদি নিয়ে আমরা যে সম্ভাব্য পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করতে পারি তার তুলনায় প্রকৃত উৎপাদন অনেক কম। চলতি মুদ্রাস্ফীতির কারণে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়ছে। তার মানে এই নয় যে, আমাদের দেশের দ্রব্যাদির সামগ্রিক চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। যতটুকু দাম বাড়ছে তার বেশিরভাগই আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবে বাড়ছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ হলো বিশ্বব্যাপী তেল ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি। মাথাপিছু উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে। তাই বলে শ্রমিকদের মজুরি খুব একটা বাড়েনি। শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা মেটাতেও সাধারণ মানুষের অনেক কষ্ট হচ্ছে।

আমাদের বেকার সমস্যা ও মুদ্রাস্ফীতি দুটিই প্রকট অর্থনৈতিক সমস্যা। দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে না; যা দেশের সমৃদ্ধি সাধনের একটি বিশেষ প্রতিবন্ধকতা। এর অনেক কারণই থাকতে পারে। প্রধান কারণগুলোর মধ্যে প্রথমত দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি। দ্বিতীয়ত, দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে প্রকৃত মুদ্রা সরবরাহ বা টাকার ক্রয়ক্ষমতা ও প্রকৃত আয় হ্রাস পেয়েছে। যার কারণে সুদের হার বেড়ে গেছে। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সুদের কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ আগের তুলনায় অনেক ব্যয়বহুল। বিনিয়োগ কমে গেছে। বিনিয়োগ হ্রাস পাওয়ার আরো একটি প্রধান কারণ হলো দুর্নীতি দমন কার্যক্রম, ত্বরিতগতিতে কালো টাকার অনুসন্ধান। এভাবে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ত্বরিত পরিবর্তিত অবকাঠামোর কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাস পেয়েছে। ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে ভীতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন একটি এপার্টমেন্ট ক্রয় করতে গিয়ে বেশ কিছু টাকা বিনিয়োগ করতে হয়, যা মানুষ আগের মত স্বতঃস্ফূর্তভাবে করতে পারছে না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত বিনিয়োগের ফলে মানুষের কর্মসংস্থান, আয় ও প্রবৃদ্ধি কমে গেছে। বেকার সমস্যা বেড়েছে। শ্রমিকদের মজুরি না বাড়ায় শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। সামগ্রিকভাবে হলেও দেশে কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধি দুটিই নিম্নমুখী। কারণ কাঁচামালের দাম, জ্বালানি ও তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খরচ ও দ্রব্যমূল্য সবই বেড়ে গেছে। সংক্ষেপে বলা যায়, সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক সরবরাহ, জাতীয় উৎপাদন, মাথাপিছু আয় সবকিছুই নিম্নমুখী, ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে চলছে একটা প্রকট মন্দা। সম্প্রসারিত মুদ্রানীতির ফলে আমরা জানি দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বাড়ে ও সুদের হার কমে। বাড়তি মূল্যের কারণে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে যায়, আবার হ্রাসকৃত সুদের কারণে বাণিজ্য ঘাটতি কমে যায়। দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে এ বাড়তি ও হ্রাসকৃত বাণিজ্য ঘাটতি একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে ভারসাম্য অবস্থায় আসবে। কিন্তু সম্প্রসারিত মুদ্রানীতির ফলে দেশের আয়-উন্নতি, কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে। ফলে বাণিজ্য ঘাটতি সাময়িকভাবে হলেও আমাদের বহন করতে হবে। দেশের আয়-উন্নতি বাড়লে স্বাভাবিকভাবে আমাদের দেশে দেশি-বিদেশি সব ধরনের দ্রব্যাদির চাহিদা বেড়ে যাবে। আমরা আগের তুলনায় বেশি আমদানি করব। রফতানির তুলনায় আমদানি বেশি হলে বাণিজ্য ঘাটতি বাড়বে। সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি ও আয় বৃদ্ধির কারণে যে বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দেবে তা কিছুদিনের জন্য হলেও আমাদের বহন করতে হবে। এ ঘাটতি পরিপূরণে সময় নিয়ে চেষ্টা করতে হবে, কারণ বিভিন্ন ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে বেকার সমস্যা সমাধানে আমাদের সম্প্রসারিত মুদ্রানীতির কথা ভাবতে হবে। সম্প্রসারিত মুদ্রানীতির ফলে দেশের দ্রব্যসামগ্রীর দাম আরো এক ধাপ বেড়ে যেতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে আমাদের প্রতিযোগিতার আসন নিম্নগামী হবে। তাতে করে সাময়িকভাবে হলেও আমদের বাণিজ্য ঘাটতি বেড়ে যেতে পারে। আবার সম্প্রসারিত মুদ্রানীতির ফলে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে বাণিজ্য ঘাটতি বাড়বে। আবার সম্প্রসারিত মুদ্রানীতির ফলে সুদ ও বিনিময় মূল্য দুটিই হ্রাস পাবে এবং বাণিজ্য ঘাটতি কমবে। দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দ্রব্যমূল্যের কারণে বাণিজ্য ঘাটতি একবার বৃদ্ধি ও হ্রাসকৃত সুদের কারণে বাণিজ্য ঘাটতি আরেকবার হ্রাস পেয়ে ভারসাম্য অবস্থায় আসবে। দেশের এ ধরনের অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতিতে কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ সংকুচিত মুদ্রানীতি সুপারিশ করবে না। যদিও সংকুচিত মুদ্রানীতি গ্রহণ করলে আয়, প্রবৃদ্ধি, আমদানি এবং বাণিজ্য ঘাটতি কমবে। কিন্তু কর্মসংস্থান সংকুচিত হবে। কর্মসংস্থানের অভাবে বেকার সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করবে। নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি এ মন্দা অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হলে আমাদের সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি গ্রহণ করতে হবে। সম্প্রসারিত মুদ্রানীতির ফলে দেশের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডের চাহিদা সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পাবে। জাতীয় উৎপাদন বাড়বে। কর্মসংস্থান, আয় ও প্রবৃদ্ধি বাড়বে।

জাতীয় উৎপাদন বাড়লে আমদানি চাহিদা বাড়বে। আমদানির চাহিদা বাড়লে আমরা বিদেশে যত দ্রব্যসামগ্রী রফতানি করব তার চেয়ে বেশি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করব। ফলে দেশের বর্তমান বাণিজ্যে ঘাটতি বেড়ে যেতে পারে। এটি একটি সমস্যা। সাময়িকভাবে বাণিজ্য ঘাটতি বাড়লেও দেশের মন্দাভাব কাটানোর জন্য আমাদের অবশ্যই সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি গ্রহণ করতে হবে। তার কারণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমাদের বেকার সমস্যা দূর করতে হবে।

জাতীয় উৎপাদন বাড়লে আমদানি চাহিদা বাড়বে। আমদানির চাহিদা বাড়লে আমরা বিদেশে যত দ্রব্যসামগ্রী রফতানি করব তার চেয়ে বেশি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করব। ফলে দেশের বর্তমান বাণিজ্যে ঘাটতি বেড়ে যেতে পারে। এটি একটি সমস্যা। সাময়িকভাবে বাণিজ্য ঘাটতি বাড়লেও দেশের মন্দাভাব কাটানোর জন্য আমাদের অবশ্যই সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি গ্রহণ করতে হবে। তার কারণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমাদের বেকার সমস্যা দূর করতে হবে। সম্প্রসারিত মুদ্রানীতি গ্রহণ করে দেশে উৎপাদিত দ্রব্য পণ্যের সামগ্রিক চাহিদা বাড়াতে হবে এবং আয়, উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা ও প্রবৃদ্ধি হার বৃদ্ধি করতে হবে। কারণ প্রবৃদ্ধি বাড়াতে ক্রয়ক্ষমতা, চাহিদা এবং উৎপাদনশীলতা ও সরবরাহ বাড়াতে হবে। জাতীয় উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা, প্রবৃদ্ধি ও দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ বাড়িয়ে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে বেকার সমস্যার সমাধান এবং দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রতিরোধের জন্য সমান্তরালভাবে চেষ্টা করতে হবে।

লেখক : ডাইস চ্যান্সেলর ও প্রধান উপদেষ্টা (অর্থনীতিবিদ), ইনস্টিটিউট অব পলিসি রিসার্চ (আইপিআর), উত্তরা ইউনিভার্সিটি।